দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 JAN 2010
পৃষ্ঠা ...

অনলাইনে পাঠ্যবই'র সফল যাত্রা

দেশে জাতীয় ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরি প্রয়োজন

বর্তমান সরকারের গত এক বছরের কর্মকাণ্ডের মধ্যে যেসব কাজ সর্বমহলে প্রসংশিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইন্টারনেটে পাঠ্য বই প্রকাশ। নতুন বছরে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের (প্রথম থেকে নবম শ্রেণী) পাঠ্যবইগুলোকে ডিজিটাল রূপ দিয়ে ইন্টারনেটে প্রদান করেছে। আগে যেমন শিক্ষা বছরের শুরুতে পাঠ্য বইয়ের সংকট দেখা দিত এবং অনেক সময় দেরিতে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছতো। কিন্তু এ বছর ইন্টারনেটে ডিজিটাল পাঠ্যবই প্রদানের ফলে মুদ্রিত বই হাতে আসার আগে অনেকেই ইন্টারনেট থেকে বই ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিয়েছেন। ফলে বই নিয়ে হাহাকার এবার সৃষ্টি হয়নি। প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল জনসাধারণ হাতেনাতে পেয়েছে। অথচ দেশে জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরির দাবী দীর্ঘদিনের। বর্তমানে দেশে একটি জাতীয় ডিজিটাল লাইব্রেরি সময়ের দাবী। এবারই দেশে প্রথমবারের মতো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যবই ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) আনুষ্ঠানিকভাবে এবার পাঠ্যবই ডিজিটাল করে ইন্টারনেটে প্রকাশ করেছে। পাঠ্যবইকে ডিজিটাল করার মহৎ কাজটি সম্পন্ন করেছে এইচএসটিসি লিমিটেড নামের একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান। এখন ইন্টারনেট থেকে ডিজিটাল পাঠ্যবই সহজেই ডাউনলোড করা যাবে। এসব ডিজিটাল পাঠ্যবই www.nctb.gov.bd নামের ওয়েব সাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। এইচএসটিসি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম শোয়েব চৌধুরী ডিজিটাল পাঠ্যবই, জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল লাইব্রেরি ও দেশব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ বিষয়ে ইত্তেফাকের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন-

এম শোয়েব চৌধুরী
কমনওয়েলথ বিজনেস কাউন্সিলের প্রথম বাংলাদেশী উপদেষ্টা ও এইচএসটিসি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

আমরা ২০০২ সালে দেশে প্রথম জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরি করার জন্য তৎকালীন সরকারকে প্রস্তাবনা পেশ করি। কিন্তু সরকারের অসহযোগিতার কারণে দেশে ডিজিটাল লাইব্রেরির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আমরা কাজ শুরু করতে পারিনি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবার আমরা ডিজিটাল লাইব্রেরি করার প্রস্তাব সরকারকে দিই। বর্তমান সরকার আমাদের প্রস্তাবকে আন্তরিকভাবে বিবেচনা করে জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরি করার বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। দেশে বিদেশে তথ্যপ্রযুক্তিতে এইচএসটিসি দক্ষতার সাথে কাজ করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এইচএসটিসি দেশীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যবই ডিজিটাল করে ইন্টারনেটে প্রদানের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীরা এই ডিজিটাল পাঠ্যবইয়ের সুফল পেতে শুরু করেছে। ডিজিটাল পাঠ্যবইকে দেশব্যাপী স্কুল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে সরকারের উচিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা। পাশাপাশি এসব ডিজিটাল ল্যাবে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা। ডিজিটাল লাইব্রেরির সুফল পেতে দেশব্যাপী এখনই স্কুল পর্যায়ে ইন্টারনেট সম্বলিত ডিজিটাল ল্যাব তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে ইন্টারনেটের ধীরগতির কারণে অনেকে ইন্টারনেট থেকে পাঠ্যবই ডাউনলোড করতে পারছেন না। সরকারের উচিত ডিজিটাল পাঠ্যবইয়ের সুফল ছাত্রছাত্রীদের দ্বারগোড়ায় পৌঁছে দিতে ইন্টারনেটের গতি বাড়ানো। ডিজিটাল বাংলাদেশে ডিজিটাল লাইব্রেরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই আমরা চাই, সরকার জাতীয় পর্যায়ে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু করবে। আমরা দেশীয় প্রতিষ্ঠান হলেও ডিজিটাল লাইব্রেরি নিয়ে আমেরিকার মত দেশেও কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। আমরা সরকারকে জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরির যে প্রস্তাবনা দিয়েছি সরকার তা অনুমোদন করে দেশে ডিজিটাল লাইব্রেরি গঠনের পথকে সুগম করবে। ইন্টারনেটকে গণমানুষের কাছে না পৌঁছিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ, ডিজিটাল লাইব্রেরি গড়া অসম্ভব। সরকার ইন্টারনেটকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে মোবাইল ফোনকে কাজে লাগাতে পারে। দেশে বর্তমানে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে। যদিও এক্ষেত্রে ইন্টারনেটের গতি অনেক কম। কিন্তু মোবাইল অপারেটররা ইন্টারনেট সেবার বিপরীতে যে চার্জ নিচ্ছে সে হিসেবে গ্রাহকরা সুবিধা পাচ্ছে কিনা তা সরকারের মনিটরিং করা উচিত। মোবাইল ইন্টারনেটসহ সকল ইন্টারনেট ব্যয় কমানো উচিত। এইচএসটিসি সব সময় প্রযুক্তিখাতে নানা উদ্ভাবন নিয়ে শুরু থেকেই কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা মোবাইল কমার্স, মোবাইল লার্নিং নিয়ে কাজ শুরু করেছি। আমরা ভূমি সংক্রান্ত সকল তথ্যকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পাবার ব্যবস্থা করছি। ইতোমধ্যেই এসব কাজ নিয়ে বেশ অগ্রগতি হয়েছে। অচিরেই আমরা মোবাইল কমার্স, মোবাইলে ভূমি সংক্রান্ত তথ্য, মোবাইল লার্নিং নিয়ে সেবা প্রদান করতে পারবো। মোবাইলে বহুমুখী সেবা প্রদান নিয়ে এইচএসটিসি আরো বিভিন্ন ধরনের কাজ করছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নানারকম সেবা গণমানুষের হাতে পৌঁছে দিতে একদিকে যেমন দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রয়োজন, অন্যদিকে এসব সেবা প্রদান করা যায় এরকম মোবাইল ফোন দরকার। দেশের গণমানুষের কাছে সুলভমূল্যে ভালমানের মোবাইল ফোন পৌঁছে দিতে দেশে মোবাইল শিল্প স্থাপনের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সরকার টেলিশিল্প সংস্থাকে কার্যকর করে দেশেই মোবাইল ফোন উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা করতে পারে। ফলে একদিকে যেমন সাশ্রয়ী মূল্যে মোবাইল ফোন গণমানুষের হাতে পৌঁছে দেয়া যাবে অন্যদিকে হাজার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় সম্ভব। আমরা সরকারকে অনেক আগেই মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট তৈরির জন্য প্রস্তাবনা পেশ করলেও বর্তমানে সরকার দেশে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট তৈরির কার্যক্রম শুরু করেছে। আমরা চাই সরকার এমআরপি'তে প্রচুর টাকা খরচ না করে একেবারে ই-পাসপোর্ট তৈরির কার্যক্রম শুরু করতে পারে। কারণ তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার এ যুগে আগামী দিনে বিশ্বব্যাপী যেখানে ই-পাসপোর্ট শুরু হবে সেখানে শ'শ কোটি টাকা ব্যয় করে একবার মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট এবং পরে ই-পাসপোর্ট তৈরি করে অর্থ অপচয় করার কোনো মানে নেই। প্রযুক্তি নির্ভর দেশ গড়তে প্রাইভেট সেক্টরকে গুরুত্ব দিতে হবে। সরকারের উচিত প্রাইভেট সেক্টরের প্রতি উদাসীনতা কমিয়ে যথাযথ সমন্বয় সাধন করা। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে করা নানা প্রতিষ্ঠানকে সরকার সহায়তা করলেও প্রযুক্তিখাত এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বেসরকারিভাবে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো প্রয়োজন। প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রমে অর্থায়নের বিষয়টিকে সরকারের গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত।

■ সাক্ষাৎকার গ্রহণে: মোঃ সোহেল রানা